UNESCO Training and Capacity Building শীর্ষক কর্মশালার সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান (১৬/০১/২০২৩)

Training and capacity building for long-term management and best practice conservation for the preservation of cultural heritage sites and World Heritage properties in Bangladesh শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় আয়োজিত কর্মশালার সনদপ্রদান অনুষ্ঠান গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো ঢাকার অফিসার ইন চার্জ মিজ সুজান ভাইজ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে। উক্ত সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমান, উপসচিব কাজী নুরুল ইসলাম, জনাব মোছাঃ সুস্মিতা ইসলাম, সহকারী সচিব জনাব মো: মজিবুর রহমান, ইউনেস্কো ঢাকা হতে প্রোগ্রাম অফিসার মিজ কিজি তাহনিন, জুনিয়র কনসালট্যান্ট তাহনিমা আহমদ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(বাম থেকে) ইউনেস্কো ঢাকার অফিসার ইন চার্জ মিজ সুজার ভাইজ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর, অনুষ্ঠানের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমান

এই কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশনের আওতায় ইউনেস্কো অপারেশনাল গাইডলাইন, ইকোমসের ভেনিস চার্টার, নারা অথেনটিসিটি ডকুমেন্টসহ ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপকরণগুলো ব্যবহার করে আমাদের ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন। কর্মসূচিটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল এসিসট্যান্স ফান্ড এর আওতায় গৃহীত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের যৌথ অর্থায়নে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান।

এই কর্মসূচীর আওতায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট, ICOMOS বাংলাদেশ, বাংলাদেশ প্ল্যানার্স ইন্সটিটিউট ইত্যাদি সংস্থার ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী গত ৭ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ নেন। এই কর্মসূচিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২৭ জুন ২০২২ তারিখে অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনের মাধ্যমে।

এই কর্মসূচির দুইজন পরামর্শক রয়েছেন। ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে রয়েছেন ম্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগী অধ্যাপক ও ইকোমস বাংলাদেশ এর সভাপতি ড. শরিফ শামস ইমন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে রয়েছেন অধ্যাপক ড. বুলবুল আহমেদ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়। দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং দেশি/বিদেশি ১৫ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। প্রশিক্ষকগণের মধ্যে ড. আবু সাইদ এম. আহমেদ, অধ্যাপক, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্যবিদ্যালয়, জনাব টি এম জে নিলান কোরে, সংরক্ষণ স্থপতি, শ্রীলঙ্কা, জনাব

রতন চন্দ্র পণ্ডিত, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, জনাব চন্দন কুমার দে, মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, জনাব মোশাররফ হোসেন, প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, শাহ মোঃ রোকনুজ্জমান, রসায়নবিদ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জনাব মোঃ আমিরুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রত্ন), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খন্দকার মাহফুজ আলম, সহকারী স্থপতি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য।

গত ০৬/১০/২০২২ হতে ০৮/১০/২০২২ তারিখ নওগাঁ জেলার পাহড়পুরে এই কর্মসূচির আওতায় প্রথম মাঠ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি হতে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাগেরহাটে দ্বিতীয় মাঠ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটে।

এই কর্মসূচীর আওতায় একটি অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে Draft Management Framework, Conservation Handbook for Practitioners এবং Training Toolkits প্রকাশিত হবে।